তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

এখনও অবরুদ্ধ ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ শহীদ মিনার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুক্রবার কোন মিছিল-সমাবেশ হয়নি। ছিল না কড়াকড়ি, তবে পুলিশের সতর্ক অবস্থান অব্যাহত রয়েছে। এদিকে এখনও অবরুদ্ধ হয়ে আছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। একুশে টেলিভিশন (ইটিভি) পুনরায় চালুর দাবিতে সাধারণ দর্শকরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শহীদ মিনারে সমাবেশ করতে গেলে দোয়েল চত্বরের মোড়ে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে তারা সেখানে এক সমাবেশ করে।

গত ৫ দিনের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছিল। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে যানবাহন বা জনসাধারণের যাতায়াত শিথিল করা হয়। কমানো হয় পুলিশের সংখ্যা। এরপরও টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন, কলাভবনের সামনে, উপাচার্য কার্যালয় ও বাসভবন এলাকায় পুলিশকে সতর্ক অবস্থান নিতে দেখা যায়। সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশ মাইক্রোবাসে করে মহড়াও দিয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের কোন উপস্থিতি নেই। প্রতিদিনের মতো গতকাল ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধুর ক্যান্টিনের সামনে বসে পুলিশের সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত থাকতে দেখা যায়।

শুক্রবার সাধারণত ক্যাম্পাসে কোন মিছিল-সমাবেশ থাকে না। ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা মেরে যার যার গন্তব্যে চলে যান। পুলিশি ধর-পাকড়ের ভয়ে ছাত্রদল ছাড়া কোন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অবরুদ্ধ : পৃঃ ২ কঃ ৭

অবরুদ্ধ : এখনও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে আসছেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে কোন মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচি দেয়া হলেই আবার ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে। অছাত্র, বহিরাগত কেউ মিছিল-সমাবেশ করলে তাদেরও গ্রেফতার করা হবে।

ক্যাম্পাসে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে কড়াকড়ি না থাকায় বিকেলে টিএসসি, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা দেখা যায়।

টিএসসি, শাহবাগ, মধুর ক্যান্টিন এলাকায় পুলিশের কড়াকড়ি না থাকলেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। শহীদ মিনার এলাকার কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। কোন যানবাহন ও মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সাধারণ দর্শকরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী একুশে টেলিভিশন পুনরায় চালুর দাবিতে শহীদ মিনারে সমাবেশ করতে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। দোয়েল চত্বরে পুলিশি বাধা পেয়ে তারা সেখানে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্র, শিক্ষক, প্রকৌশলী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ যোগদান করেন। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবদুল বারির সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ লিপু, নাট্যকর্মী ম. ম মোর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মামুনুর রশিদ হাসান, ইম্পেরিয়াল কলেজের ছাত্রী পলি, শিশু একাডেমীর সঙ্গীত শিক্ষার্থী সনি প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, অস্বচ্ছতার মাধ্যমে কোন কিছুর জন্ম হলে তাকে স্বচ্ছতা দান করা যায়। কার্যক্রম বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা চাই, একুশে টেলিভিশনকে একটি বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবিলম্বে চালু করা হোক। বক্তারা বলেন, একুশে টেলিভিশন চালুর পর পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির মধ্যে ইটিভি আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। এ চ্যানেলের অনুষ্ঠানের মান ভাল হওয়ায় দেশীয় অন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর মানও উন্নত হয়েছে। তাই আমরা ইটিভির সামান্য ভুলটুকু শুধরে অবিলম্বে চালুর দাবি জানাচ্ছি।